"সাধন পথে" গ্রন্থমালা --

মানুষ তৈরির মসলা।

গ্রন্থকার ও প্রকাশক

শ্রীঅমরেশ কাঞ্জীলাল।

৬০।১এ, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্‌

কলিকাতা।

৯৩।১এ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
চেরী প্রেসে শ্রীরজনীকান্ত রাণা
দ্বারা মুদ্রিত

[মূল্য আট আনা মাত্র

সূচনা ও উৎসর্গ

ঈশ্বরের অনুপম সৃষ্টি এই পৃথিবী, তার জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত সৃষ্ট পদার্থ এই মানব জাতি। কি চেতনা ও স্বাতন্ত্র্যের প্রেরণা যে এই মনুষ্যমস্তিষ্কে, তাহা ধারণা করিতে বিস্মিত হইতে হয়। এই স্বাতন্ত্র্যের বুদ্ধি লইয়া যখন আমরা জীবনের পথে অগ্রসর হই, তখন আমাদের উভয় পার্শ্বে দুইটি সুসজ্জিত পথ উন্মুক্ত দেখিতে পাই। একটিতে চলিলে জীবন বিষময় হয়, অপরটিতে চলিলে মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। আমাদের ঠিক সম্মুখে আর একটা আড়ম্বর বিহীন সহজ পথ পড়িয়া আছে, যে পথে চলিলে আমরা মনুষ্যত্বের অধিকারী হইতে পারি। আকর্ষণ বিহীন বলিয়া এ পথের যাত্রী সংখ্যা অল্প। এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে স্বাধীন মনুষ্যের [illegible] দেবত্ব ও দানবত্বের দুইটি বিভিন্নমুখী পথের মধ্যে কেবলমাত্র কর্ম্ম সম্পাদনের ফলেই আমরা এই জগতে দেবত্ব, পশুত্ব বা মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে পারি। যে সকল কার্য্য দ্বারা আমরা মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইতে পারি 'মানুষ তৈরির মসলা' সেই সমস্ত বিষয়ের আলোচনায় উহা লিখিত হইল।

মানব গঠন রচনায়, বংশ ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে, নব্য ভারতের প্রত্যেক মাতা, ভগিনী ও ভ্রাতাকে নূতন জগতের এক সম্মিলিত মহাশক্তি সংগঠনের স্বরূপ দেখিবার আশায় যে সমস্ত মনুষ্যোচিত সাধনা আমি অবলম্বনীয় বলিয়া বুঝিয়াছি, তৎসমুদয় ৭০ প্রস্তাবে সংগ্রহ করিয়া, কৃতার্থ হইবার উদ্দেশ্যে, তাঁহাদেরই করকমলে অকপট প্রেমের সহিত উৎসর্গ করিলাম।

নলডাঙ্গা—গোপালপুর,
জেলা যশোহর,
১৩২৮ বঙ্গাব্দ

বিনয়াবনত
শ্রীঅমরেশ কাঞ্জীলাল।

শ্রী

সূচী পত্র।

তাহাদের বিদ্যালয় হইতে [illegible] করিয়া দেওয়া [illegible] সম্প্রতি যথা [illegible] করিবার জন্য [illegible] দিয়া যাওয়া উচিত

(১৪) হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, আর্য্যসমাজী, পার্শী, ইহুদী, [illegible], চর্ম্মকার, কোল, ভীল, [illegible], গোঁড়, সাঁওতাল, খাসিয়া, লেপচা, [illegible], [illegible], শিখ, রাজপুত, [illegible], [illegible] মারাঠা সকল ছাত্রের মধ্যেই পরস্পর [illegible] [illegible] বা [illegible] ও পার্থিব মনুষ্যত্ব লাভের অন্তরায় হইতে পারে না। [illegible] মিলন মন্দিরই বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব ও উদারতা শিক্ষার উপযুক্ত স্থান। সহপাঠী বন্ধু ঈশ্বরের দূতের ন্যায় পবিত্র। তাহাদের [illegible] অবিভক্ততার সংস্কার প্রশংসনীয় নহে

যৌবন।

ছাত্র জীবনেই হউক, কিম্বা গার্হস্থ্য জীবনেই হউক, প্রত্যেক যুবক বা যুবতী সর্ব্বদা এইরূপ বিশ্বাস করিবেন যে তিনি অমৃতের নন্দন বা নন্দিনী। ইচ্ছা করিয়া মৃত্যুকে বরণ না করিলে মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বিচারের সহিত দৃঢ়তা [illegible] [illegible] [illegible] সত্য জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এই বিশ্বে তাঁহার ভয় করিবার কেহই নাই। [illegible] শরীরে [illegible] হউন বা পুরুষ হউন [illegible] রাখিবেন যে তিনি শুদ্ধ আত্মা, ভগবানের আপন জিনিস [illegible] বরং বিশ্বাস করিবেন যে তিনি জগদ্ধাত্রী, সমস্ত লোক তাঁহার সন্তান। তিনি অমর, সুতরাং তাঁহাকে কাহারও নিকট [illegible] করিতে পারে না; তিনি অবলা, দুর্ব্বলা নহেন, সুতরাং তাঁহার ভয় করিবার কোন হেতু নাই, তিনি মাতা, সুতরাং কোনও সন্তানকে তাঁহার ঘৃণা করিবার অধিকার নাই। তেমনি যুবকও বিশ্বাস করিবেন যে তিনি শুদ্ধ আত্মা, জগন্মাতার [illegible] নিখিল বিশ্ববিধাতার দুর্জ্জয় বীর সন্তান, সত্যপ্রেমী [illegible]

তিনি, সুতরাং তাঁহার কাহারও উপর ঘৃণা, ঈর্ষা বা ভয় নাই। যুবতী পত্নী মাত্র হইবার উপযুক্ত শিক্ষা করিবেন। কারণ সেইটাই নারীর পূর্ণ বিকাশ পাশ্চাত্য বিচারের পত্নীত্বে নহে। নারী যখন সত্যাশ্রয়ী স্বামীর সহধর্ম্মিণী, তখনও তিনি কেবল মাত্র পত্নী নহেন। সহধর্ম্মিণীর মাতৃত্বেরই রূপান্তর মাত্র। ক্রীড়া সঙ্গিনী-পত্নী সে দাবি কখনও করিতে পারেন না। মুক্ত আত্মা কিছুরই অধীনতা গ্রহণ করেন না। এই বন্ধন দিবার চেষ্টা করা কেবলমাত্র বিশ্বযন্ত্রে ব্যভিচার আনয়নের প্রয়াস মাত্র। স্থূল দেহে পুরুষ বা স্ত্রী যিনিই হউন, তিনি প্রেমাস্পদকে বা অপর কাহাকেও প্রেমপরায়ণ বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেবা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে বাধ্য করিবার অধিকার কাহারও নাই।

যুবক, যুবতী যে সমস্ত নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিলে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে পারিবেন, তাহাদের মধ্যে কয়েকটী লিখিত হইতেছে :—

(১) নিজের কর্ম্ম অপরকে দিয়া করাইয়া লওয়া, অপরের অর্থে রক্ষিত দ্রব্য ব্যবহার করা, অপরকে অনুরোধ করিয়া কোনও বিষয়ে বাধ্য করা, কিম্বা অপরের নিকট হইতে কোনও প্রকার সুবিধা লওয়া, এমন কি প্রণয় পর্য্যন্ত ভিক্ষা করা হীনতা, অমৃতের নন্দন বা নন্দিনীর উপযুক্ত একেবারেই নয়। যিনি ভাল বাসেন, তিনিই ধন্য, যিনি ভাল বাসাইবার জন্য ব্যস্ত, তিনি স্বার্থপর।

(২) যুবক বা যুবতী কাহারও স্বাবলম্বী না হইয়া বিবাহ করা অন্যায়। কেবলমাত্র পুরুষের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। মুক্ত মানুষ সমাজের ভয় করে না। কারণ সে জানে যে সমাজ হইতে মানুষ জন্মে না, মানুষেরাই নিজেদের অনুরূপ সমাজ গড়ে। তা ভিন্নও স্ত্রী জনোচিত শত শত গৃহ শিল্প মেয়েরা অবলম্বন করিতে পারেন। যাঁহার যেমন ক্ষমতা তিনি তেমনি কার্য্যই আশ্রয়

(

করিবেন। মোট কথা শাস্ত্রে সংযম না রাখিলে স্বামী স্ত্রী উভয়ের পক্ষে অর্থোপার্জনের উপায় নষ্ট হয়। ... মহিলার ... পড়িতে হয়, তাহা না জানেন এমন ব্যক্তি অতি বিরল।

(৩) ছাত্র জীবনই হউক, আর গার্হস্থ্য জীবনই হউক, সর্বদা ভাবোদ্দীপক পুস্তক পাঠ অতিশয় মঙ্গলপ্রদ।

(৪) থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখিবার নেশা অতি দূষণীয়। বৎসরের মধ্যে ২। ১ বার উচ্চ ভাবোদ্দীপক বিষয় দেখায় ক্ষতি হয় না। অভিনয় দর্শন অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর নাটক পাঠ করা ভাল। নাটক অভিনয়ে, পুরুষের পক্ষে স্ত্রীর ও স্ত্রীর পক্ষে পুরুষের ভূমিকা অভিনয়ে পুরুষেরা পৌরুষ ও স্ত্রীরা মাতৃত্ব হারাইয়া, আত্মভাব ভুলিয়া ব্যভিচারগ্রস্ত হন।

(৫) ধনীর ছেলেরা যে সমস্ত দ্রব্য নিত্য ব্যবহার করেন, তাঁহাদের অনেক দরিদ্র বন্ধুও সেই সব ব্যবহারের জন্য ব্যগ্র হন। এই অসংযম ঐ সমস্ত দরিদ্রের পক্ষে মৃত্যুর ফাঁদ। পল্লীতে থাকিতে এই সব প্রকারের কোনও আপদই ছিল না। সহসা সহরে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের প্রাণপাখীগুলি চা অভাবে কণ্ঠ চিরিয়া, নস্য অভাবে নাক দিয়া, সিগারেট অভাবে ঠোঁট দিয়া এবং চশমা অভাবে চোক্ ঠেলিয়া বাহির হইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। কেবল মদ্য পরদারাসক্তই যাগমনোযোগ্য নহে, এ সমস্তও খুব উল্লেখযোগ্য ক্রীতদাসত্ব। মানুষ, সাবধান! অনুক্ষণ প্রহরা দিয়া দেখিও যেন তোমার মনুষ্যত্বকে কেহ শৃঙ্খল পরাইয়া বাহির করিয়া না লইয়া যাইতে পারে।

(৬) প্রত্যেক যুবক যুবতীর প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রমজনক কার্য্য করা উচিত, সখের ব্যায়াম নয়, লাভজনক কাজ।

(৭) নিত্য নূতন বিদ্যা শিক্ষার উৎসাহ লাভের জন্য সাধনা করিতে হয়। অনন্ত জ্ঞান সমুদ্রের কূল নাই, সুতরাং শিক্ষারও সীমা নাই। যিনি যত কিছু জানেন, তিনি তত স্বাধীন।

(৮) প্রাণে প্রাণে স্বাধীন থাকিতে হয়। যাহা অবিসম্বাদিত সত্য ও ন্যায়, তাহা অবলম্বন করা ও তাহাতে সম্মতি দান করা প্রত্যেক সত্যাশ্রয়ী যুবক, যুবতীর অবশ্য কর্তব্য। তেমনি অন্যায় ও অসত্যকে বাধা দান ধর্ম্ম, সুতরাং অবশ্য কর্ত্তব্য।

(৯) যে বিষয়ে আপন প্রাণ সম্মতি দেয় না, তাহাতে অপরের অনুরোধে সম্মতি দেওয়াও দাস মনোবৃত্তি-সূচক। এরূপ ক্ষেত্রে দৃঢ়তার সহিত অসম্মতি জ্ঞাপন করা উচিত।

(১০) অপরকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য করিতে বাধ্য করিবে না। অপরের নিকট হইতে কৃপা ভিক্ষা বা সুবিধা গ্রহণ কখনও করিবে না।

(১১) বন্ধু বান্ধবদের নিকট অর্থ বা মূল্যবান দ্রব্য গচ্ছিত না রাখাই ভাল। রাখিলে যদি উপযুক্ত সময়ে না পাওয়া যায়, তবে দুঃখ করা বা অপরের নিকট বলিয়া বেড়ান মূর্খতা। তেমনি বন্ধুদের জিনিষও কখনও গচ্ছিত রাখিও না। যদি নিতান্তই রাখ, তবে যথা সময়ে ফিরাইয়া দিবে; যেন সামান্য কারণে বন্ধুর প্রাণে বিরের সঞ্চার না হয়।

(১২) কেহ ভুল দেখাইয়া দিলে, যদি তাহা ভুল বলিয়া বোঝ, তবে অবিতর্কে তাহার মত গ্রহণ করিবে।

(১৩) নিজের কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ না থাকলে, অপরের ভ্রম প্রদর্শনের প্রবৃত্তি সংযত করাই উত্তম। ভ্রম প্রদর্শনে নিতান্ত বাধ্য হইলে প্রমাণ ও পরীক্ষা দ্বারা স্থির নিশ্চয় হইয়া তবে অপরকে দিবে। সাবধান, ভুল প্রদর্শন করিতে যেন নূতন ভুলের সৃষ্টি না হয়।

(১৪) দৈবাৎ ভুল হইয়া গেলে দুঃখ করিয়া [illegible] ও চিত্তস্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট না করিয়া যাহাতে পুনর্ব্বার ভুল না হয়, তাহারি জন্য সাবধান হইবে।

মনুষ্য জীবন

মনুষ্যের চরম গন্তব্য কেবল মনুষ্যত্বে। মানুষই মানুষের ঈশ্বর মানুষই শুধু মানুষের সহায় হয় — পাঁচ দশ বা অদৃষ্ট পুরোহিত কোনও বস্তুই হয় না। মানুষেই মনুষ্য প্রেমের পরিবিকাশ। প্রত্যেক ব্যক্তিতে মনুষ্যত্ব যখন বিরাটত্ব লাভ করে, তখন সে অংশ মানুষ বা বিশ্বমানব অনুসন্ধান করে। এই ক্ষুদ্র মানুষের হৃদয় মধ্যস্থ বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বের বীজ অনুকূল সাধনায় যখন সিদ্ধি লাভ করে তখন সে হয় স্বাধীন। মানুষই মানুষের এই "স্ব", দেবতা, দানব, বাঘ ভালুক কিছুই নয়, নিখুঁত মানুষটা। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত মানুষের নিকট এই নিখুঁত মানুষের গুণাবলী অবলম্বন করিয়াই ধরা দিতে হয়, নচেৎ আমরাও তাঁহাকে পাই না, তিনিও আমাদিগকে পান না।

গুরু, পুরোহিত, দেবতা, মন্ত্রী, পার্ষদ, স্বামীজী, পীর সাহেব, রাজা, মন্ত্রী, ভিক্ষু কাহারও কৃপায় মুক্তি লাভ হয় না। মুক্তি দানের বস্তু নয় যে ইচ্ছামাত্রেই যে কেহ তাহা দান করিতে পারিবে। দিবা-রাত্রি প্রতি মুহূর্তে সাধনা করিয়া মানুষ থাকিতে হয়। মনে থাকে যেন [illegible] জগতে সকলেই দিবা রাত্রি মানব শিশুকে অমানুষ [illegible] [illegible] সিদ্ধির চেষ্টায় আছে।

মনুষ্যচিত্তের ন্যায় আর কোন প্রাণীর চিত্ত চঞ্চল নহে। মানুষ অহরহঃ তাহার স্বজাতীয়ত্ব ত্যাগের জন্য ব্যস্ত। সে চায় দেবতা, [illegible] হইতে, চায় রাক্ষস হইতে, চায় কুকুর এবং তারও অতীত কিছু হইতে, চায় না কেবল মানুষ থাকিতে। এই মানুষ থাকবার দুর্গতার মুক্তি পথের সাধনা। ইহার মত কঠিন সাধনা কোনও শাস্ত্রেই নাই। সব শাস্ত্রই অমানুষিকতার ইন্দ্রজালে চতুর ও স্বার্থপর [illegible] আধিকারিকদিগের করে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। পড়ে নাই কেবল খাঁটি মানুষের মনুষ্যটুকু

কোনও মহাপুরুষ তোমাকে তাঁহার তুর বধনে আজানুলম্বিত দাড়ি শাওয়ার জোর দিয়া বোম্বেতে পাঠাইবার জন্য তোমার কাষ্ঠে ... বর্ষের পুত্র ... টকের মালার ... ভাব চাপাইয়া দিতে চান কেহ তোমাকে ... বিবার জন্য তোমার নিজস্ব সমস্ত ভুলাইয়া তোমাকে ও হাব ভাব বিলাত ... বিতে চান, কেহ তোমাকে ... মাথা ঘুরাইয়া, সিন্দুক ... লাগে ... কারণানন্দ ... স্বাদন করাইয়া "... ফট্ ফট্, হিলি ... কিলি কিলি, ... ট্" ইত্যাদি পারলৌকিক বাক্যে ... পাঠাইবার জন্য বিনিদ্র, ... তেও আলোকে না আনিতে পারায় ... কেহ বা তোমাকে বাঁড়ের ... ধূল ও ... কাইয়া তোমাকে কৈলাসে ... বাবা ... কেহ বা ... চিত করুণায় তোমার ... আকৃতিটুকু শাবকের মত করিয়া তোমাকে ... তোমাকে ... তোমার ... দাসানুদাস; কেহ তোমাকে ... দান করিয়া তোমাকে ... মতাবলম্বী করিয়া "... নিজ স্বার্থ বজায় রাখিতে তোমার নামের ... উপাধি ... চলিয়াছেন। কেহ তোমাকে ... বাইতে চান, কেহ বা তোমাকে বিশ্বচক্ষুর ... পদার্থের ... তোমা ... বিতে চান ওগো মানুষ, সাবধান তুমি ... হইয়া চাহিয়া দেখ যে সকলেরই নিরন্তর ঐকান্তিক চেষ্টা যে তোমাকে তোমার ... আসন হইতে ছটাইয়া ... দিয়া বাঁধিয়া ... ভ্রান্তিক.

[illegible] তোমার ভিতে [illegible]

[illegible] সংস্কারে [illegible], পারি [illegible] গড়

[illegible] হইতে চান, [illegible]

[illegible]

[illegible] পারি [illegible]

[illegible] বা [illegible] দায়িত্ব [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] অ[illegible] মা [illegible]

[illegible] আমা [illegible]

[illegible] আমাদের [illegible]

[illegible]

[illegible] উপর [illegible] হইবে [illegible] তাহার কয়েকটী [illegible] উল্লেখ [illegible] হইবে

(১) আমরা চাই মুক্তি—[illegible], পুরোহিত, জাতি [illegible] তাহা [illegible] না, কেবল [illegible] দ্বারাই লাভ হয়

(২) [illegible] হইতে [illegible] প্রকৃতি পাইতে, [illegible] থাকে [illegible] করিয়া বা[illegible] থাকেন [illegible] বিধাতা [illegible] ঘটনাচক্রে [illegible] হইয়া অনেক সময় [illegible] করিতে পারেন না [illegible] রূপ ক্ষেত্রে [illegible] উপর নির্ভর করাও বুদ্ধিমানের উচিত নহে।

(৩) [illegible] বাদ না দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে, [illegible] হইলে নিশ্চয়ই স্বাধীন ভাবে উপার্জ্জনক্ষম হইবে

(৪) নিজের উপার্জ্জনে লাভ করিতে পারা যায় না এরূপ মহামূল্য ভোগ্যবস্তু বিনামূল্যে অপর কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলে তাহা ব্যবহারে লোভ সংবরণ করিবে কারণ সেরূপ দান দুই একবারের বেশী মিলিবে না, অথচ লোভ বাড়িয়া যাইবে এবং পরে সংগ্রহ করিতে না পারিলে হয় কষ্ট হইবে, নয় অসৎ উপায়ে সংগ্রহ করিতে হয়

(৫) অপরকে অযাচিত উপদেশ বা যাচিত হইলেও অভ্রান্তভাবে না জানিয়া অনুমান বা কেবলমাত্র নিজ সংকীর্ণ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কোনও উপদেশ দিবে না ঐরূপ উপদেশ অপরের নিকট হইতেও গ্রহণ করিবে না

(৬) কেহ কেহ কথাপ্রসঙ্গে বলেন "আমার বিবেক মতে এইরূপ বলিতেছি" এই কথাটা অত্যন্ত ভ্রমসঙ্কুল 'বিবেক' অর্থে সার্ব্বভৌমিক সত্য বুঝায় "আমার বিবেক," "তোমার বিবেক," "তাহার বিবেক" এরূপ হয় না বিবেক সকলেরই এক তবে বিশ্বাস পৃথক হইতে পারে। "আমার বিশ্বাস মতে বলিতেছি" এ কথা বলা যায়, বিশ্বাসে ভ্রম থাকিতেও পারে, কিন্তু বিবেক অভ্রান্ত।

(৭) সকলেরই মত আছে, সকলেরই ভুল আছে। ভুল অমার্জ্জনীয় অপরাধ নহে ঈশ্বর এবং সত্যসিদ্ধ নরদেবতা ভিন্ন কেহই নির্ভুল নহে। যিনি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে ঐক্যবিধান ও মৈত্রীসংস্থাপন করেন তিনিই মানুষ।

(৮) নিজের ও স্বসম্প্রদায়ের উপর কটাক্ষ প্রাণে বড় লাগে যাহারা কটাক্ষকারীর সহিত নিজেরা সে বিষয়ে মীমাংসা না করিয়া সাধারণের অবগতির জন্য প্রতিবাদ ও তৎপ্রতিবাদ লইয়া বৃথা কালক্ষয় করেন তাঁহারা প্রশংসনীয় নহেন।

(৯) অপরকে দুই কথা শুনাইতে তদুত্তরে চারি কথা শুনিতেই

হইবে চারি কথা না শুনিতে চাহিলে, দুই কথা বলিবার বা লিখিবার কণ্ঠ অথবা হস্ত কণ্ডূয়ন সংযত করাই সর্ব্বোত্তম উপায়

(১০) এক কথার পুনঃ পুনঃ আলোচন এবং প্রহেলিকাময় কথায় বা ব্যবহারে শ্রোতা বিরক্ত হইয়া উঠে উহা মানুষের ব্যবহার নহে, বুজরুক বা ডাইনের ব্যবহার

(১১) বন্ধু, আত্মীয় বা জনসাধারণকে বৃথা আশার লোভ দেখাইতে নাই জগতে কথা রাখিতে পারা বড় শক্ত কায়মনোবাক্যে সত্যসন্ধী হইতে হয়

(১২) মিথ্যা কিছু দিন লোক ভুলাইতে পারিলেও শেষে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী

(১৩) যাহা সম্পন্ন করিতে না পারিয়াছ, তাহার কথা জোর গলায় কাহাকেও বলিও না সম্পন্ন করিতে পারিলে আর বলিয়া বেড়াইতে হইবে না, তোমার সিদ্ধি দেখিয়া জগৎ আপনা হইতেই সে আদর্শ গ্রহণ করিবে

(১৪) যাহা সত্য, তাহাই অমৃত বা অবিনাশী পুরাতনের সত্যের সহিত মিথ্যা মিশ্রিত হওয়ায় প্রাচীনের মরণ হইয়াছে মরিয়াও কিন্তু প্রাচীন অনেক সত্য ভবিষ্য-জগতের জন্য রাখিয়া গিয়াছে, মরণ সেগুলি লইয়া যাইতে পারে নাই সত্য অবলম্বন করিলে বিশেষণের চক্ষু লাভ হয় এক পার্শ্বে পতিত মৃত প্রাচীনের মিথ্যা কঙ্কাল দগ্ধ করিয়া, পৈতৃক সম্পত্তির মত প্রাচীনের সত্যটুকু সংগ্রহ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হও প্রাচীনের জন্য রোদন করিতে তোমার জন্ম হয় নাই প্রাচীন তোমাকে চায় না, চায় বর্ত্তমান। দেখ তাহার কি করিতে পার

(১৫) যাহার আচার ব্যবহার তোমার মত নহে, সে ভুল করিতেছে, এ ধারণা মিথ্যা কখনও কাহাকেও তোমা হইতে পৃথক

ব্যবহার করিতে দেখিলে কটাক্ষ করিও না। যাহা নিশ্চিত কু, কেবল তন্মাত্র আপনার কোনও আত্মীয়ের এরূপ আচরণ করিতে দেখিলে, তাহার সম্মুখে পুনঃ পুনঃ সৎ আদর্শ উপস্থিত করাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদান।

(১৬) শিক্ষক যদি প্রকৃত মুক্তিলাভের উপযুক্ত শিক্ষা তাঁহার ছাত্রকে না দিতে পারেন, তবে তাঁহার দ্বারা অধ্যাপনা না করানই ভাল। এরূপ শিক্ষকের অধ্যাপনার সখ ত্যাগ করিলে তাঁহাদের, দেশের ও ছাত্রদিগের এই তিন পক্ষের কল্যাণ সাধিত হইবে।

(১৭) সত্যচালিত পরার্থকামী বারংবার বিফল মনোরথ হইলেও সংকল্পিত কর্ম্ম ত্যাগ করেন না। যাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগে, তাহারাই সংকল্পভ্রষ্ট হয়। প্রাণের ভয়, অর্থ-ক্ষয়, মান ও প্রতিপত্তি নাশ ইত্যাদির ভয়ই স্বার্থনাশের ভয়।

(১৮) যেমন কোনও প্রাচীন সহরের মলিন কুটীরগুলি ভাঙ্গিয়া সমভূম না করিলে সেখানে সুন্দর সুন্দর নূতন অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতে পারে না, তেমনি পুরাতনের আবর্জ্জনা না সরাইলে সেই স্থানে নূতনের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। কেবলমাত্র ধ্বংসবাদী ও কেবলমাত্র সংগঠনবাদী উভয়েই ভ্রান্ত। ধ্বংসবাদী সংগঠন বিষয়ে উদাসীন, সংগঠনবাদীও পুরাতনের দুর্ব্বল ভিত্তির উপর গড়িতে যান, যাহা দুই দিন পরে পুনরায় ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য। ধ্বংস ও সংগঠন পাশাপাশি লইয়া চলাই স্থনিয়ন্ত্রিত সংস্কারের নিয়ম। বিচ [illegible] শীঘ্র ইহা বুঝিয়া জগতের সহিত স্বকীয় কর্ম্মের সামঞ্জস্য রাখেন।

(১৯) যাঁহারা দুঃখ এড়াইবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা আত্মপ্রবঞ্চনা করেন। সুখের ন্যায় দুঃখও নিশ্চয় আসিবে। দুঃখকেও উপাদেয় ভোগ্য করিয়া লইয়া তাহার সহিত চলিবার কৌশল জানেন বলিয়া সুধীমানব তাহাতে অভিভূত হন না।

(২০) বহু প্রকার ভোগ্য ব্যবহারের অভ্যাস থাকা ভাল নয়,

ইহা মুক্তি ও প্রেম লাভের আশায় অন্তরায়। সময়ে জিনিষ না পাইলে অনেকে চুরি পর্য্যন্ত করিতে বাধ্য হয়।

(২১) সৎকর্ম্মে সকলেরই সমান অধিকার। অন্যায় কর্ম না করিলে কখনও শরীর অপবিত্র হয় না। ঈশ্বরোপাসনা সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র করা যায়। বিদেশ গমনে, খাদ্যভেদে, মনুষ্যস্পর্শে অপবিত্রতা আসে না অশুচি স্পর্শ করিলেও, ঈশ্বরের পরম পবিত্র নাম উচ্চারণ-মাত্র সব অশুচি দূর হইয়া যায়, প্রকৃত মানুষ এই সব বিশ্বাস করেন।

(২২) মানুষের সংকল্প সিদ্ধির নাম সুখ এবং অসিদ্ধির নাম দুঃখ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সংকল্পকে "আরম্ভ" বলা হইয়াছে এই সংকল্প বা "আরম্ভ" ত্যাগ করিলে মানুষ সুখ, দুঃখের অতীত হইতে পারে।

(২৩) দানের জন্য দাতার অবস্থা বিচার করিতে হয় সমর্থ দাতা দেশ, কাল বিচার করেন না কেবলমাত্র পাত্র বিচার করেন

(২৪) "যোগ্যতমের উদ্বর্তন" কথাটা অনেকে বিপরীত অর্থে বুঝিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে সুখী ধনীরাই শক্তিমান সুতরাং যোগ্যতম; অতএব তাঁহারাই জয় লাভ করিতে জগতে থাকিবেন, অন্য সকলের বংশ জগৎ হইতে মুছিয়া যাইবে তাহা ঠিক নয় আসল কথা এই যে প্রতিযোগিতা, দুঃখ-দারিদ্র্য, রোগ-শোক প্রপীড়িত এবং মান-যশ, সুখ-সম্পত্তিপূর্ণ এই সংসারের দুঃখ যাহারা অমিত-বিক্রমে অমৃতের ন্যায় কণ্ঠে ধারণ করিতে পারিবেন এবং বীরত্ব ও তিতিক্ষা নষ্ট-কারী, নীচতার প্রশ্রয়দাতা সুখ আসিলেও তাহাতে অভিভূত না হইয়া যিনি তাহাকে আজ্ঞানুসারী করিতে পারিবেন, তিনিই মাত্র এ জগতে তিষ্ঠিয়া থাকিবেন প্রাচীন ভারত এই অমৃতত্ব লাভ করিয়াই এত কাল মাথা তুলিয়া জগতে বাঁচিয়া ছিল। পরে যখন সুখ-দুঃখের আক্রমণে অভিভূত হইয়া পড়িল, তখন হইতেই তাহার পতন আরম্ভ

হইল নব্য ভারত আবার তাহার পূর্ব্ব শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে। তাই ভারত নবীন উদ্যমে আবার সাফল্য লাভ করিতে ছুটিয়াছে।

(২৫) গর্ব্ব ও গৌরব এক নহে অনেকে অসৎ কর্ম্ম করিয়াও গর্ব্ব অনুভব করেন, কিন্তু সৎকর্ম্মকারী হৃদয়ে গৌরব অনুভব করিয়া ধন্য ও ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হন। সৎকর্ম্মপ্রসূত বিনয় গৌরবের ভিত্তি। সৎকর্ম্ম গৌরবের বাহন, অসৎ কর্ম্ম গর্ব্বের বাহন গৌরবের বিজ্ঞাপক কর্ম্ম, আর গর্ব্বের ঘোষণাকারী বাগাড়ম্বর।

প্রৌঢ়াবস্থা

কাল চলিয়া যায়, কাহারও অপেক্ষা রাখে না বিশ্বকে পারিবর্ত্তনের চক্রে ঘুরাইয়া কাল আপনার গতিতে চলিয়াছে অদ্যকার বীজ কল্য কার মহা মহীরুহ; অদ্যকার শিশু কল্যকার যুবক; আবার অদ্যকার তরলমতি যুবক কল্যকার শান্তবুদ্ধি প্রৌঢ়। যৌবনের সদসৎ সকল সাধনা এ বয়সে পরিণতি লাভ করে। জ্ঞানবীর প্রৌঢ়ই এই জন্য প্রকৃত পক্ষে নেতৃত্বের অধিকারী প্রৌঢ়ের দায়িত্ব এই কারণেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তিনি পরিবারের কর্ণধার ও সমাজের আদর্শ। সুতরাং তাহার উৎসাহের জ্বলন্ত মূর্ত্তি হওয়া উচিত সংসারের সমুদয় বিষয় বিচার করিবার ও সামঞ্জস্য রাখিবার ভার জগৎ চিরদিনই প্রৌঢ়ের উপর দিয়া আসিতেছে। সমাজ ও জাতি সংগঠনের ভারও তাঁহারই উপর। সমস্ত সাধনাতেই বিঘ্ন আসিতে পারে অটল ধৈর্য্যের সহিত এই বিঘ্নরাশি উত্তীর্ণ হইয়া বাঞ্ছিত লাভের পন্থা নির্দ্দেশ করিতে প্রৌঢ়ই পথ-প্রদর্শক। তাঁহাদের যে সমস্ত ব্যবহার সমাজ ও জাতিকে গড়িয়া তুলিবার সহায়তা করিতে পারে, তন্মধ্য হইতে নিম্নে কয়েকটী উল্লিখিত হইল:—

(১) স্বকীয় পরিবারের বালক বালিকা ও যুবক-যুবতীগণকে

আধুনিক জগতের উপযোগী শিক্ষা দিবেন এবং তাঁহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য শিক্ষনীয় বিষয়গুলি নিজের জীবনে আচরণ করিয়া তাহার উদাহরণ দেখাইবেন।

(২) কাহারও সৎপ্রবৃত্তি, ধর্মমত, রাজনৈতিক বা সামাজিক মতে বাধা দানের বা তৎপ্রতি কটাক্ষ করিবার অধিকার তাঁহার নাই

(৩) আচার-ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে স্বদেশীয় ভাব বজায় রাখিবেন

(৪) হৃদয়ে বার্দ্ধক্যের ভাব প্রবেশ করিতে দিবেন না।

(৫) এ বিশ্ব ভগবানের কোনও ব্যক্তি বা সমাজ বিশেষের সম্পত্তি নহে, সুতরাং 'আমার সমাজের আচার, ব্যবহার ভিন্ন অন্য সমস্তই ভ্রান্ত' এই বিশ্বাস দৃঢ়তার সহিত ত্যাগ করিবেন। বহু রূপে ঈশ্বরের সেবায় সকলকে সম্মতি দিবেন ও নিজে করিবেন।

(৬) অর্থপিশাচ হইবেন না ধার দিয়া সুদ প্রাপ্তির জন্য লালায়িত হইবেন না মানুষ বয়স্ক হইলে কঠিন-হৃদয় হয়, জগতের এই ধারণা যে ভ্রান্ত, স্বকীয় জীবনের সাধনা দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিবেন

(৭) যতক্ষণ নিজের অন্ন-সংস্থান আছে, ততক্ষণ বুভুক্ষু যেন গৃহ হইতে বিমুখ হইয়া না যায়।

(৮) বন্ধু-বান্ধবের জন্য যতটুকু সাহায্য আয়ত্তাধীন, তাহা করিতে বিমুখ হইবেন না।

(৯) দাসভাব, ভণ্ডামী, ভীতি এবং একদেশদর্শী ধর্ম্মধ্বজিতা প্রাণে আসিতে দিবেন না

(১০) নিজের গ্রাম বা সহর, সমাজ ও দেশের উন্নতিজনক সমস্ত কার্য্যে প্রথমে নিজের সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগপূর্ব্বক সহায়তা করিবেন এবং পরে তদ্বিষয়ে অপরকে অনুরোধ করিবেন ও উৎসাহ দিবেন

পরের বাঁধা উৎকৃষ্ট নিয়মে চলিলেও যদি আমাদের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব না থাকে, তবে আমরা পঙ্গু হইয়া যাই সোণার খাঁচায় রাখিয়া

ঘৃত দুগ্ধ ভোজন করিতে দিলেও পক্ষীর পঙ্গুত্ব অনিবার্য্য অতএব প্রত্যেকে স্বাধীন বৃত্তির অনুশীলন করিয়া বিবেক-নির্দ্দিষ্ট পথে চলিলে নিশ্চয়ই জগতের কল্যাণ হইবে।

বার্দ্ধক্য।

আজীবন সাধনার ফলস্বরূপ আনন্দ লাভ করিবার জন্য বয়স ও জ্ঞানবৃদ্ধ ভাগ্যবান চিত্তস্থৈর্য্য ও শান্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অপেক্ষা করেন। চিরজীবনের সাধনার ধারা ও তাহার ফল সম্বন্ধে তিনি পরবর্ত্তীগণকে উপদেশ দান করেন পরহিতচেষ্টা ঈশ্বরানুরাগ প্রেম আশ্রয় করিয়া প্রাচীন তরুণদিগকে দীক্ষিত করিয়া নিজে আনন্দের সহিত অনন্ত লাভ করিবার জন্য সংসার হইতে বিদায় গ্রহণের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকেন বার্দ্ধক্যে সংসারের নানা বিষয়ের ভিতর জড়াইয়া থাকিলে অনেক সময় জগতের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে হয় কারণ, আত্মা তখন সংসার-সমুদ্র হইতে কর্ম্মজাল গুটাইয়া অনন্তের দিকে ধাবিত হন, বন্ধন আর তাঁহার ভাল লাগে না, তথাপি তাঁহাকে সংসারে বাঁধিবার চেষ্টা করিলে পদে পদে ভ্রান্তিই হয় জগতের নিয়ম এই যে ভ্রান্তি তথায় কোনও দিনই স্থান লাভ করে না।

কর্ম্মশক্তি।

মনুষ্যের কর্ম্মশক্তি অসীম অনুশীলন দ্বারা যে ব্যক্তির ভিতর শক্তির স্ফুরণ হয়, সে জগতে অসাধ্য সাধন করিয়া থাকে "আমি অমুক করিব" "আমি অমুক নীতি উল্টাইয়া দিব" ইত্যাদি মুখে বলিলেই শক্তির বিকাশ হয় না প্রকৃত শক্তি-সাধক জীবন সমস্ত জগৎ বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও সত্যাশ্রয়ী একাকীই জয়ী হন লোকে বক্তৃতায় মুগ্ধ হইলে তাহাদের সে মোহ অল্প দিনেই দূর হইতে পারে কিন্তু

সত্যাশ্রয়ী ধর্ম্মদূতের স্বার্থগন্ধহীন কর্ম্মের প্রভাবে জগৎ আপনা হইতেই তাহার অনুগামী হয়। শত শত প্লুটো, ক্রুস, মেবো, আল্‌ফ্রেড্, নেপোলিয়ন, উইল্‌হেলম্, কারল্, নিকোলাসের এবং অশোক, বিস্মার্ক, আকবর, আলমগীরের রাজ্য কোথায় জলবিন্দুর মত কালের সমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণ, খৃষ্ট, রাম, মহম্মদ, জোরোয়েস্তা, চৈতন্য, কবির, নানকের ধর্ম্মরাজ্য অদ্যাপি বর্ত্তমান এস, দুঃখদহনপীড়িত জগতের বর্ত্তমান ভাই, ভগিনীগণ নবযুগের মঙ্গল বিষাণ আবার বাজিয়াছে, চল আমরা উহার অনুসরণ করিয়া নূতন করিয়া ধর্ম্মসাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করি সমস্ত প্রাচীন স্মৃতি ভাসিয়া যাউক যেখানে যত স্বার্থের কড়াকড়ি, সেখানে তত বিধি নিষেধের হাতকড়ি ও পায়ের বেড়ী। যাহা সার্ব্বভৌমিক মঙ্গলজনক, তাহা করিতে গেলে ভগবানের সম্পূর্ণ সত্তা পাওয়া যায়। কোথাও এক বিন্দু স্বার্থ থাকিলে, শক্তির ভগ্নাংশ লইয়া আর উদ্দেশ্য ও তদাশ্রিত কর্ম্ম জয়যুক্ত হয় না এই শক্তি অর্জ্জন করিতে হইলে মানুষের সংযমের অভ্যাস করিতে হয় সংযম বলিলেই অনেক কিম্ভূত-কিমাকার ধারণা করিয়া বসেন। প্রকৃত পক্ষে সংযমই তাহাদের আভ্যন্তরীন প্রাচীন মতের সার্ব্বভৌমিক একমত বা বক্ষণ-বিজ্ঞান

সংযম।

ভারতবর্ষে পুরাকাল হইতেই ধর্ম্মজীবন যাপনের জন্য সংযম শিক্ষা চলিয়া আসিতেছে আমাদের জীবন ধারণের জন্য নিত্য যে সকল ভোগের আবশ্যক হয়, তাহার যতটুকু মাত্র জীবন ধারণের পক্ষে যথেষ্ট, তাহার অতিরিক্ত সমস্ত ভোগ ত্যাগ করার নাম সংযম সংযমের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য জীবন যাত্রা সহজ করা প্রাচীন ভারত কেবল মাত্র নিজের দিকেই লক্ষ্য করিতে শিখিয়াছিলেন না,

তাঁহারা চাহিতেন জগতের স্বাচ্ছন্দ্য এ জগতে যাঁহার অভাব বোধ যত অল্প তিনি তত সুখী ও স্বাধীন বাঁচিয়া থাকিতে যাঁহার যত অধিক প্রকার ভোগের আবশ্যক, তিনি তত অভাবগ্রস্ত ■ অধীন প্রকৃত পক্ষে, সামান্য আহার ও সামান্য বস্ত্রই আমাদের দেহ রক্ষার জন্য যথেষ্ট তদাতিরিক্ত সমস্তটা ভোগই আমাদের মনঃকল্পিত অভাব পূরণের জন্য কল্পনার অভাব বাড়াইয়া জীবন বিষময় না করিয়া স্বল্প ভোগী হইলে জীবন যাত্রা অনেক সহজে ও স্বাধীনভাবে নির্ব্বাহ হইতে পারে ইহাতে কেবল ত নিজের দিকের কথাই বলা হইল, ইহার উপর অন্য দশজনের সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবিবার আছে । আমরা প্রত্যেকেই যদি সংযমী হই, তবে কাহারও অভাব বোধ প্রবল হয় না। ইউরোপে যখন যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন প্রত্যেক দেশে রাজাকে পর্য্যন্ত সংযমী হইতে হইয়াছিল, ফলে তখনকার মত ভয়ানক দিনেও তথায় কেহ না খাইয়া মরে নাই আর আমরা নাকি শান্তিতে আছি, তাই নিত্য মধ্যপ্রদেশ ও খুলনার দুর্ভোগ. এমন শান্তিকে, এমন সভ্যতাকে তোমরা কোন লজ্জায় আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছ? দূর করিয়া দাও এমন সভ্যতার ভোগ, নিক্ষেপ কর তাহাকে, এত জোরে—যেন সে ভারত মহাসাগর পার হইয়া দক্ষিণ মেরুর তুষার রাশির ভিতরে অদৃশ্য হইয়া যায়।

ঈশ্বর আমাদিগকে বাক্‌শক্তি ও সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা দিয়াছেন ইচ্ছা করিলেই আমরা মিষ্ট, মঙ্গলজনক ও প্রেমপূর্ণ কথা বলিতে পারি, আবার ইচ্ছা মাত্রেই কর্কশ, অশ্লীল ও শত্রুতা উদ্দীপক বাক্যও প্রয়োগ করিতে পারি। যে অভ্যাসের দ্বারা কটু, অশ্লীল ও অনাবশ্যক কথা ত্যাগ করিয়া মিষ্ট, মিত্রতাজ্ঞাপক ও আবশ্যকীয় কথামাত্র অভ্যস্ত হয়, তাহার নাম বাক্‌সংযম

এইরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ভোগই নিজের ও দশের মঙ্গলের জন্য সংবর্ত

করিতে [redacted] এই ভারতবর্ষে এখনও দুই একজন এমন সাধু আছেন যাঁহাদিগকে একটু সেবা করিবার জন্য কত ক্রোড়পতি ধনী লালায়িত কিন্তু তাঁহারা অবলীলাক্রমে অন্য কর্তৃক স্বেচ্ছাপ্রদত্ত মহামূল্য উপহার রাশি ত্যাগ করিয়া এক মুষ্টি তণ্ডুল ও একটু কৌপীন মাত্র সম্বল করিয়াছেন তাঁহাদের ত্যাগের অর্থ এরূপ নহে যে দুইটী মিষ্টান্ন মুখের ভিতর পূরিয়া দিলে জিহ্বা উদর পর্য্যন্ত পৌছাইবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইত। ইহার অর্থ আকাঙ্ক্ষা হইতে নিজের মুক্তি এবং দশজন দরিদ্রের অংশ অপহরণে নিবৃত্তি

অশন, বসন, বাক্য, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, এমন কি রিপুগণের পর্য্যন্ত সংযমের আবশ্যক কেবল মাত্র নিজের উদ্দেশ্যে নয়, পরার্থে— জগদ্ধিতায় ত্রিশ কোটী দরিদ্রের মুক্তি আমার স্বদেশবাসী ভ্রাতৃ ও ভগিনীগণ! আপনারা বৈদেশিক আদর্শে বা উপহাসের ভয়ে জাতীয় আদর্শ বিস্মৃত না হইয়া যদি প্রত্যেকে নিত্য সংসারযাত্রায় সংযমী হন, তবে আপনাদের কোনও দরিদ্র ভ্রাতা ও ভগিনী অনাহারে বা উলঙ্গ থাকিতে বাধ্য হয় না নিত্য ক্ষৌরি, তাহার পঁচিশ প্রকার সরঞ্জাম, পঞ্চাশ প্রকার পোষাকে আপাদ মস্তকের প্রসাধন না করিলে জীবন অন্নায়ত্তেহয় না। প্রচুর পরিমাণে নিত্য দুগ্ধ, মৎস্য, মাংস, মিষ্টান্ন, মূল্যবান ঔষধ, আতর, গন্ধতৈল, সাবান, নিত্য নূতন রুমাল, ফাউণ্টেন পেন, আর্শি, চিরুণী, ইত্যাদি না হইলে ভদ্রতার মান থাকে না, ইহা মিথ্যা ধারণা

জানেন কি আমাদের দেশের গড়ে প্রতি লোকের নিত্য আয় কত? সংবাদ রাখেন কি কত লোক এদেশে অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে দিন কাটায়? এই সংসারে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহিলে হৃদয়মধ্যস্থ অন্তর্যামীর নিকট প্রশ্ন করিয়া শুনুন তিনি সংযমী হইতে বলেন কি বিলাসী হইতে বলেন। সংযমের ভারটা কেবল মাত্র মহাত্মা গান্ধীর ঘাড়ে চাপাইলেই তোমার দেশের অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্য্য

বাড়িবে না। আজ ভারতবর্ষ তেত্রিশ কোটী মহাত্মার সংযম চায় যাহাদের সাধন-ফলে সমস্ত জগতের দাসত্ব-বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে

উপার্জ্জন ও দান।

সংযম নামক প্রবন্ধ পাঠে কেহ যেন এমন ভুল না বোঝেন, যে "আমাদের অধিক উপার্জ্জনের বা সঞ্চয়ের আবশ্যকতা নাই।" এক মুষ্টি চাউল ও একটা ল্যাঙ্গোটার উপযুক্ত উপার্জ্জন হইলেই হইল যাহারা বড় কর্ম্মী, তাঁহাদিগকেই বড় বড় ত্যাগ করিতে দেখা যায় যাহার কিছুই নাই, সে কি ত্যাগ করিবে? বুদ্ধ, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধী, অরবিন্দ, প্রভৃতি পূর্ণ মানুষ যাঁহারা, তাঁহারাই ভারতে ত্যাগের আদর্শ। তাঁহারা জগদ্ধিতায় তাঁহাদের করতলগত সহস্র প্রকার ভোগ্য ত্যাগ করিয়া কৌপীন মাত্র সম্বল ইঁহারা আধুনিক সাধুদিগের ন্যায় সখ করিয়া নিজেই স্বামী বা জগৎগুরু উপাধি লয়েন নাই, আপনা হইতেই জগৎ তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য-ত্যাগ দেখিয়া তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট সত্যপথে চলিবার জন্য লালায়িত হইয়াছে যিনি উপার্জ্জনের সময়েও সহস্র বাহু, ত্যাগের সময়েও সহস্র বাহু, কেবল সহস্ররূপে জগতে নিজেরই নগ্ন ও বুভুক্ষু মূর্ত্তির দুর্দ্দশায় সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সংযমী ও নিজের সুখের বেলায় কৃপণ, তিনিই এ সংসারে ধন্য তিনিই মানুষের ভিতর ঈশ্বরকে দেখিয়া বলিতে পারেন—"বহু রূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর" এইরূপ বিশ্বরূপদর্শনকারীই প্রকৃত মানুষ বা নরনারায়ণ।

ধর্ম্ম

ধর্ম্ম দুইপ্রকার পারমার্থিক ও লৌকিক সেই চিরন্তনী ধারাই পারমার্থিক ধর্ম্ম যাহা নিখিল বিশ্বকে সমষ্টিভাবে অবিতর্কিত ও নিঃসন্দেহ

সত্যের দ্বারা ধারণ করিয়া আছে। সেই ধারার বিচারে মানুষে মানুষে পার্থক্য নাই; নীতিতে নীতিতে বিসম্বাদ নাই, পুরুষ-স্ত্রীতে, হিন্দু-মুসলমান খ্রীষ্টান-বৌদ্ধে, আর্য্যে অনার্য্যে, জেতা বিজেতায় অধিকার ভেদ নাই; বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ঈশ্বরের নামান্তরে ও আরাধনা প্রণালীতে অবিশ্বাস নাই। সে ধর্ম্মক্ষেত্রে বিরোধ নাই, সন্দেহ নাই, স্বার্থ নাই, অমঙ্গল নাই। আছে মাত্র সমতা, একতা, নিঃস্বার্থতা, পরহিতচেষ্টা ও বিরাট্ প্রেম বিশ্বের অন্তরে অন্তরে চিরদিনই এই মহাধর্ম্মের ধারা প্রবহমান্। কিন্তু ঈশ্বরের বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিতে মানুষের সাধনা, বিশ্বাস ও বৃত্তি সমূহ বিভিন্ন, এই জন্য জগতে আমরা ব্যষ্টি ভাবে নানা ধর্ম্মী। যে দেশে, যে অবস্থায়, যে কোনও কর্ম্ম কল্যাণকর, তাহাই সেই দেশের পক্ষে এই শেষোক্ত ধর্ম্ম। যতক্ষণ এই শেষোক্ত ধর্ম পূর্ব্বোক্ত মহাধর্ম্মের অনুগামী ও পরিপোষক, ততক্ষণই ন্যায়, যেখানেই তাহার বিরুদ্ধ ভাব, সেখানেই অন্যায়, সুতরাং অধর্ম্ম এই অন্যায় বা অধর্ম্ম বিশ্বযন্ত্রের কোথায়ও দেখিবামাত্র, বিশ্বেশ্বরের অঙ্গুলিসঙ্কেত উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রতীকার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। যিনি তাহা না হন, তিনি প্রত্যবায়ভাগী

সঙ্ঘ ও সমাজ।

এক একটী করিয়া মানুষ লইয়া বৃহৎ সমাজ, এবং বহু সমাজের সমষ্টি লইয়া এই সংসার। যে সমাজ সাধারণ মনুষ্য দ্বারা গঠিত হয়, তাহার তিনটী শ্রেণী—সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যে সমাজের অধিক সংখ্যক লোক যে ভাবের ভাবুক, সমাজও তেমনি গঠিত হয় প্রাচীন ভারতের অধিকাংশ মার্জ্জিত-বুদ্ধি, শুদ্ধ চিত্ত, ঈশ্বরপরায়ণ লোক সমষ্টি দ্বারা গঠিত সমাজ ছিল—সাত্বিক, ইউরোপের অধিকাংশ স্বার্থ বুদ্ধি, উচ্চাকাঙ্ক্ষ ও জড়বৈজ্ঞানিক লোকসমষ্টি দ্বারা গঠিত সমাজ

রাজসিক এবং অধিকাংশ পুরাতনের জীর্ণ-কঙ্কালবাহী, অতৃপ্ত বাসনা, নিশ্চেষ্ট, উদ্যমহীন ও বিক্ষুব্ধ জনসমষ্টি দ্বারা গঠিত আধুনিক ভারতীয় সমাজ তামসিক।

সাত্ত্বিক ও রাজসিক সমাজের সংঘর্ষে সাত্ত্বিক সমাজ জয়ী হয়, আর রাজসিক ও তামসিকের সংঘর্ষে রাজসিকের জয় অবশ্যম্ভাবী এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে প্রাচীন ভারত ত সাত্ত্বিক ছিল, তবে পাশ্চাত্ত্য রাজসিক সংঘর্ষে ভাঙ্গিয়া গেল কেন? স্থির বুদ্ধি নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বিচারের দ্বারা স্থির-নিশ্চয় হইতে পারেন যে মধ্যযুগে পাশ্চাত্ত্য গ্রীক্, মোগল, শক, হুনাদি সংঘর্ষে ভারতবর্ষ "আসুরিক বলই আসুরিক শক্তির সহিত জয় লাভের উপায়" নিশ্চিত করিয়া ক্রমে ক্রমে কয়েক শতাব্দীর চেষ্টায় সমাজকে রাজসিকভাবে অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন নিরন্তর সংঘর্ষ লইয়া থাকিয়া পরাজয়, বিক্ষোভ ইত্যাদি নিকৃষ্ট ভোগও সঙ্গে আসিয়া জুটিল ফলে কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই ভারতীয় সমাজ তিন গুণেরই এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে পরিবর্ত্তিত হইল প্রবৃত্তি পরিচালিত সকল গুণই ধ্বংসশীল। কেবল তামসিক অপেক্ষা রাজসিক ও রাজসিক অপেক্ষা সাত্ত্বিক গুণ শ্রেষ্ঠ, এই মাত্র মূলে যত উন্নত গুণ বর্ত্তমান থাকে, তাহার অধিকারী মানুষ বা সমাজ তত অধিক সহনশীল হয় সেই জন্যই ভারতবর্ষ সহস্র সংঘর্ষে বিধ্বস্ত হইলেও অদ্যাপি একেবারে ধ্বংস হয় নাই।

মনুষ্য সমাজকে স্থায়ী বিশুদ্ধ ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে হইলে, এই তিন গুণেরই অতীত নির্দ্বন্দ্ব অবস্থার উপর স্থাপিত করিতে হইবে সমাজকে সেই অবস্থায় পৌঁছাইতে হইলে তদন্তর্গত মানুষগুলিকে প্রথমে সেই অবস্থা পাইতে হইবে সে অবস্থা বর্ত্তমান জগতের কোনও সমাজেই নাই। প্রাচীন ভারতে এবং অন্যান্য দেশে মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইত। ভারতে দ্বাপরের ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাৎকালিক সর্ব্বাপেক্ষা মনীষী অর্জ্জুনকে সেই বাঞ্ছিত অবস্থায়

পৌছাইয়া তবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন, তাহাতেই অর্জ্জুন নর-নারায়ণ হইয়াছিলেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মরাজ্যগুলি কালের প্রবাহে আজ ভাসিয়া গিয়াছে পাশ্চাত্য মনীষীগণ জগতের মিলনের একটা উপায় যে স্থির করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহা তাঁহাদের আন্তর্জাতিক সংঘ প্রতিষ্ঠার কল্পনাতে বোঝা যায় কিন্তু তাহাও জগতে স্থিতি লাভ করিতে পারে না কারণ তাঁহারা মনুজ-সন্তানগণকে মানুষ করিবার কোনও উচ্চতর পন্থা অনুসন্ধান করিতেছেন না তাঁহাদের মূলমন্ত্র হইতেছে স্বার্থ কতকগুলি শক্তিশালী রাজ্যের স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ মনোযোগী হইয়া তাঁহারা অবশিষ্ট জগৎকে আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা অধিকতর কঠিনভাবে বন্ধন দিতে চান কঠোর বন্ধন ও ভীতির দ্বারা বিশ্বের একতা অসম্ভব যাঁহারা বন্ধন দিতে চাহিতেছেন, তাঁহারাও ভীত এবং যাঁহাদিগকে বন্ধন দিতে চান, তাঁহাদিগকেও ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা প্রেম কোথায়? সমদর্শন ও প্রেম ভিন্ন কি মিলন সম্ভব? নব্য ভারতের চিন্তাশীল মনীষীগণ জগতের সমুদয় লোকসমষ্টিকে এক অবিধ্বংসী সত্যের ভিত্তির উপর পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চান কিন্তু আংশিক ভাবে কোনও দেশে বা প্রদেশে এই সংঘের প্রতিষ্ঠা করিলেও তাহার ফল চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা অল্প, পরন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারেরই ন্যায় ধ্বংস হইয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক কারণ পারিপার্শ্বিক জগতের অবিশুদ্ধ ভাবসংঘাতে ও আদান প্রদানে সেই সংঘ পুনরায় বিশৃঙ্খল হইয়া যাইতে পারে সুতরাং এবার যে মহাসংঘের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, তাহা বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য হওয়া চাই সকলেই মৈত্র, করুণ ও নির্দ্বন্দ্ব হইলে কেহই কাহারও সহিত সংঘর্ষের কামনা করিবে না। এই নবীন মহাসংঘের নাম 'বিশ্বসংঘ' দেওয়া যাইতে পারে অদ্যকার জগতের মনীষীগণ ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করিয়া এই বিশ্বসংঘের অভ্যুত্থান সম্ভবপর বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন।

ব্যষ্টির স্থায় সমষ্টিরও, সেই গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছিবার জন্য তামসিক রাজসিক ও সাত্ত্বিক এই তিন সোপান অতিক্রম করিতে হইবে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে পাশ্চাত্য মহাদেশ যখন উচ্চতর গুণ রাজসিকের অধিকারী, তখন তামসিক প্রাচ্য কোন করিয়া এ মহাযজ্ঞে হোতৃত্বের দাবী করিতে পারে? উত্তরে এই সত্য নির্দ্দেশ করা যায় যে প্রবৃত্তি জনিত ভোগের তাড়নায় পাশ্চাত্য সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াও উন্নততর পন্থার অনুসন্ধান করিল না রাজসিকের উদারতা, বিশ্বাস ও বীর ভাব তাহার শেষ হইয়াছে, এখনও তাহার পুরাতনের ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মিল না সে তাহার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া হিংসা, দ্বেষ, ভেদ, বিসম্বাদাদি তামসিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অজ্ঞানে আপনারই বিভিন্ন মূর্ত্তি দেশ-দেশান্তরের ভ্রাতৃবক্ষের রুধির পান আকাঙ্ক্ষায় ক্ষিপ্ত তাহার অনিয়ন্ত্রিত স্বার্থ-বুদ্ধি জগতের সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তাহার স্ফুর্ত্তিবৃত্তির উপযুক্ত ভোগ্য বস্তু আর জগতে নাই এখন কিছু কালের জন্য তাহার তামসিক অবসাদ-জনিত নিকৃষ্ট ভোগ অনিবার্য্য পক্ষান্তরে সাম্য ও মৈত্রী ভারতের মজ্জাগত গুণ বহিঃপ্লাবনে অবসন্ন হইয়াও অন্তরের নিভৃত অংশে ভারত মৈত্র ও করুণ তাহার স্বভাব চিরকাল নিজের এবং সর্ব্বসাধারণের মুক্তিকামী, ইতিহাস তাহার সাক্ষী বহিঃপ্লাবনে তাহাকে স্বভাব হইতে বিচলিত করিয়াছিল, তাহার কারণ সমুদয় জগতের সহিত প্রাচীন ভারতের সম্বন্ধের অভাব অধুনা ভারত বিশেষভাবে সমুদয় বিশ্বের সহিত ঘনিষ্ঠ সে আজ সকলের ভাব পাইয়াছে এবং সকলেই আজ তাহার ভাব জানিয়াছে ব্যবসায়, বর্ণ, দেশান্তর ভেদ, স্ত্রীত্ব, পুরুষত্ব, ধর্ম্ম বা আচরণভেদ বিশ্বসংগঠনকামী নব্য ভারতের প্রাণে আর পার্থক্য স্থাপন করিতে পারিবে না ভারতে আর কখনও এবার কার মত উত্থান হয় নাই এই জন্যই এবার জগৎ আশা করিয়াছে যে নিখুঁত নবীন মানুষের দল এবার ভারত হইতেই উত্থিত হইয়া বিশ্বসংঘ

সংগঠন আরম্ভ করিবে ভারত তামসিক অবস্থায় পৌঁছিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল তাই সে দ্রুত সে অবস্থা ঝাড়িয়া ফেলিয়া পুনরায় সত্যের আশ্রয়ে ফিরিয়া যাইতে ছুটিয়াছে। ইউরোপ, আমেরিকা, ফিলিপাইন বা কঙ্গো ফ্রিষ্টেটের স্বাধীনতা, আর ভারতের মুক্তি এক নহে। যাহারা আপন মুক্তি কি বোঝে, তাহারা অপরকেও মুক্তি দিতে জানে মুক্তি কি, পাশ্চাত্য তাহা আস্বাদন করে নাই, তাই তাহারা আশ্রিত দেশ সমূহকেও মুক্তি দিতে পারে নাই বাসনাবিক্ষুব্ধ ও ভোগের উপকরণ বহুল পরিমাণে সংগৃহীত হওয়াও বলদর্পিত পাশ্চাত্যের ভোগোপকরণ যোগাইতে অসমর্থ হইয়া জগৎ হাঁপাইয়া উঠিয়াছে এবং মুক্তির জন্য সকাতরে ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে মুমুক্ষু ভারত! তুমি এবারকার এ আহ্বানে বধির থাকিও না অবশ্য তোমাকে এই জন্য অতি দ্রুত সমস্ত সাধনা শেষ করিয়া জগতের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে; এত দ্রুত আর কখনও জগতের কোনও জাতি সাধনা করে নাই ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, মৃত্যুবন্ধন শূন্য জীবন্মুক্ত হৃদয়ের বীরবালক ও বীরবালাগণ তোমরা মুক্ত ও সত্যাশ্রয়ী; তোমরা অন্যায় করিতে পার না বা অন্যায় দেখিতে পার না সত্য ও প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত এই মহাসংঘ প্রতিষ্ঠার জন্য তোমাদের কর্তব্য পথ কোমলই হউক, বা কঠোরই হউক, তোমাদের চলিতেই হইবে তোমরা বিশ্বনাথের দরবারের সদস্য, জরা ব্যাধি মৃত্যু অতীত বিশুদ্ধ মানুষ, তোমরা বিরাট ও অনন্ত শক্তিশালী যোগী কোটি বজ্রের মত তোমাদের ইচ্ছাশক্তি এই মৃত্যু কবলিত সংসারকে ধ্বংস করিয়া, পুনরায় প্রেমামৃতের দ্বার খুলিতে চলিয়াছে কে তোমাদের গতি রোধ করিবে? বিশ্ব সন্ন্যাসী ও বিশ্ব-সন্ন্যাসিনীগণ মনে রাখিও তোমরাই সত্যাশ্রয়ী ভবিষ্যৎ জগতের প্রাণ বুদ্ধের জ্ঞান, খ্রীষ্টের করুণা, শঙ্করের বৈরাগ্য, হজরত মহম্মদের বিশ্বাস, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম, বিবেকানন্দের ত্যাগ,

অরুন্ধতী গার্গী-কুমারি ধী, সীতা-সাবিত্রীর আনুগত্য—সব লইয়া সমোত্তম করিয়া, নূতন যুগের উষায় বিশ্ববিধাতা করিয়াছেন তোমাদের সৃষ্টি। একটু কৌপীন, এক মুষ্টি ছাতু, নিত্য নূতন বৃক্ষতলে তোমার যে তুষ্টি, রাজ-রাজেশ্বরের ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত সহস্র ভোগে তাহা কি সম্ভবপর? নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় মাতা তোমাদের জননী, সমুদয় কনিষ্ঠা তোমাদের ভগিনী, সমুদয় পুরুষ তোমাদের ভ্রাতা। ভাবিয়া দেখ দেখি তোমরা কি নিঃস্ব? কে বলে তোমরা দুর্ব্বল? জলিয়া ওঠ তোমাদের তপঃ ক্লিষ্ট দেহের অবশিষ্ট কঙ্কালমাত্র হইতে নবীন বজ্র সংগ্রহ করিয়া জলিয়া ওঠ—জীর্ণ, পঙ্কিল, দাস-স্বভাব, ঐন্দ্রজালিক, শঠ, দাম্ভিক ও অত্যাচারী জগতের ক্লেদরাশি আহুতি দিতে এবং জগদ্ব্যাপী বিজলী জ্বালায় চমকিত করিয়া, বিরাট গর্জ্জনে এই মিথ্যার সংসারকে চূর্ণ করিয়া দিতে। সঙ্গে সঙ্গে এস বিশ্বমানব, তোমার অনন্ত কারুণ্য ও প্রেমের বন্যায় মহাপ্লাবন করিয়া জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রেমের নূতন বীজ সংগ্রহ করিয়া নূতন মানুষ দিয়া নব বিশ্ব সংগঠন করিতে। জগতে আবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক; বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশ্য সফল হউক

[সম্পূর্ণ